দৈনিক সংবাদ

25/6/2000

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পাদকীয়

১৮টি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ ও শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণ জটিলতা

বর্তমান সরকারের শাসনামলে অনেকগুলো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেক জেলা সদরে অন্তত একটি করে মহিলা কলেজকে জাতীয়করণের ঘোষণা অন্যতম। এই ঘোষণার আলোকে সরকারি মহিলা কলেজ নেই– এমন ১৮টি জেলা সদরের ১৮টি মহিলা কলেজকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু গত চার বছরেও এসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি চাকুরে হিসেবে আত্তীকরণ করা হয়নি। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়। ফলে এসব কলেজের প্রায় ১ হাজার ৫শ শিক্ষক-কর্মচারী সরকারের একটি শুভ উদ্যোগের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

নারী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ৮ই নভেম্বর গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ মাঠে এক সমাবেশে দেশের অবশিষ্ট ১৮টি জেলা সদরের মহিলা কলেজকে জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয়করণের জন্য ১৮টি মহিলা কলেজের নাম তালিকাভুক্ত করে। কলেজগুলো হলো গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ, মাগুরা মহিলা কলেজ, মাদারীপুর সুফিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শরীয়তপুর গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজ, গাজীপুর মহিলা কলেজ, বরগুনা মহিলা কলেজ, ঝালকাঠি মহিলা কলেজ, রাজবাড়ি আদর্শ মহিলা কলেজ, নড়াইল মহিলা কলেজ, লক্ষ্মীপুর মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা আদর্শ মহিলা কলেজ, হবিগঞ্জ মহিলা কলেজ, সুনামগঞ্জ মহিলা কলেজ, মৌলভীবাজার মহিলা কলেজ, পঞ্চগড় মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট মাজিদা খাতুন মহিলা মহাবিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি মহিলা কলেজ ও কক্সবাজার মহিলা কলেজ। এরপর প্রচলিত নিয়মে জাতীয়করণের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি এবং সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশ (জিও) জারি করা হয়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর নাগাদ জিও জারির এ পর্যায়ে ১৯৯৮ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে পদ সৃষ্টি এবং সৃষ্ট পদগুলোর ব্যয় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বাজেটের সরকারি মহাবিদ্যালয়গুলো অফিসারদের/প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, সম্মানি ইত্যাদি খাত থেকে বহন করা হবে বলে বলা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সব কলেজে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণ করে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের প্রস্তাবও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু চার বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত মহিলা কলেজগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি চাকরিতে আত্তীকরণ করা হয়নি।

আত্তীকরণ বিলম্বিত হওয়ায় একদল শিক্ষক '৯৮ সালের ৪ঠা মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বিষয়টি সমাধানের আবেদন জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী আত্তীকরণ বিধিমালা ৮১ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণ করার জন্য শিক্ষা সচিবকে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরপর দুইবার আইনগত মতামত চেয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আত্তীকরণে কোন আইনগত বাধা নেই বলে মত দেয়। জানা গেছে, এর মধ্যে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে বিধিমালা-৮১ রহিত করে নতুন বিধিমালা জারি করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। কিন্তু এই বিধিমালার বিপক্ষে হাইকোর্টে মামলা হয়। এই মামলার ফলে বিষয়টি স্থগিত হয়ে যায়। এরপর আরো দুইবার আত্তীকরণ বিধিমালার সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বিধিমালা-২০০০ অনুযায়ী একমাত্র গোপালগঞ্জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের শিক্ষকদের আত্তীকরণ করা হয়। ফলে ওই কলেজেই অধ্যক্ষসহ চারজন শিক্ষক বাদ পড়েন। বাদ পড়া এই শিক্ষকগণ হাইকোর্টে মামলা করলে হাইকোর্ট বিধিমালার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেন। এভাবে একের পর এক বিধি প্রণয়ন এবং আদালত কর্তৃক এ বিধির কার্যকারিতা স্থগিত হয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর। শুরুতে কোন আইনগত জটিলতা না দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে বারবার আইনগত বাধা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গাফিলতিই দায়ী বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা মনে করছেন। এদিকে চাকরি সরকারিকরণের বিষয়টি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকায় এবং এ নিয়ে দফায় দফায় আন্দোলন কর্মসূচির কারণে এসব কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সরকারের একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়েই যদি এত জটিলতা সৃষ্টি হয় তাহলে এই আমলাতন্ত্রের ওপর ভরসা রাখা যায় কিভাবে? সরকারই-বা কাজ করবে কিভাবে? সংশ্লিষ্ট ১৮টি মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি চাকুরে হিসেবে আত্তীকরণ করার বিষয়টি যেন আর ঝুলে না থাকে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা দরকার।